শেষের কথা হলো শুরু

হিফজুর রহমান

মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ২১

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

আস্তে করে হাতটা টেনে নেয় দেবাশীষ। এখন ভিক্টোরিয়া বিটার বিয়ারের মতোই বিটার হয়ে আছে ওর মনটা। ডালিয়ার সাথে এই মুহূর্তে অন্ততঃ কোন কথা ও বলতে চায়না। কারণ, এই রাগের মুহূর্তে কোন কথা বলতে গেলে সেটা ভুল কথাই হবার আশংকা বেশি। তাই একবারো ও ডালিয়ার দিকে চাইলোনা। এই মুহূর্তে ও অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বিয়ারের বড়ো গ্লাসটাকে দেখছে। যেন ওই গ্লাসটার মধ্যে খুব আগ্রহের কিছু রয়েছে্। এই গ্লাসটাও প্রায় খালি হয়ে এসেছে। ডালিয়ার দিকে একবারো না তাকিয়ে ওয়েট্রেস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো ও। এবার আর ওয়েট্রেসকে কিছু বলা লাগলোনা। ও নিজে থেকেই আরকটা স্কুনার নিয়ে আসলো। বিয়ার ফ্রথ যেন উপচে পড়ছে গ্লাসটা থেকে। ডালিয়ার সশরীরী উপস্থিতি আমলেই নিচ্ছেনা যেন দেবাশীষ। ও জানে ওর দিকে অবাক চেয়ে আছে ডালিয়া। কিন্তু, ওর সব মনোযোগই আপাততঃ গ্লাস আর বিয়ারের দিকে। চারপাশের স্পীকার থেকে কানিজিয়ার স্যাক্সোফোনের চড়া আলাপ, এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসা টুংটাং শব্দের কোনোটাই ওর মনোযোগ কোন ভাবেই আকর্ষণ করতে পারছেনা। গভীর অভিনিবেশে ও গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল।

আসলে আজকের ওর বিস্ফোরণটা অনেক আগেই হতে পারতো, ও অসুস্থ না হয়ে পড়লে। ওর আর ডালিয়ার সম্পর্কটা এরকমই টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল সেই ঢাকা থেকেই। শেষপর্যন্ত দেবাশীষতো সরেই গিয়েছিল ডালিয়ার জীবন থেকে। কিন্তু, আবার ডালিয়াই ওকে ছেঁচড়ে নিয়ে এলো এই অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত। আজকের আগের কটা দিন যেন ওর বা ওদের স্বপ্নের ঘোরেই কেটে গেল। তবে, ডালিয়ার স্বামী চৌধুরীর ছবিটা ওয়ার্ডরোবের ভেতরে যতনে সাজানো দেখার পর থেকেই ওর মনে হচ্ছিল অ্যাতো মসৃণ স্বপ্নের মধ্যেই ওদের দিনটা কাটবেনা। আজকের ঘটনা কেবল যেন বারুদের গায়ে সলতেয় আগুন লাগানোর মতো করে ঘটলো। দেবাশীষ জানতো, এরকমই ঘটার কথা ছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে যাবার আগেই ওদের সম্পর্কের মধ্যে একটা যৌক্তিক পরিণতি টানার সিদ্ধান্ত ওর ছিলই। কারণ, কোনপ্রকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার মানুষ দেবাশীষ নয়। বরাবরই ও ডালিয়ার সাথে ওর সম্পর্কটাকে কোন গোপনীয়তার আবরণে মুড়ে রাখতে চায়নি। কারণ, ওর কাছে যে কোন সম্পর্কই হলো কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকারের মতো। ওদের ধর্মে বিয়ে পড়ানোর সময় মন্ত্রোচ্চারনের সময় পুরোহিত গমগমে কণ্ঠে বলে থাকেন, যদিদং হৃদয়ং তব, যদিদং হৃদয়ং মম.....। ডালিয়ার সাথে সম্পর্কের শুরুতে ডালিয়ার অঙ্গীকারের সাথে সাথে দেবাশীষও মনে মনে ওই মন্ত্রই পড়ে ফেলেছিল। কিন্তু, ডালিয়া কোন সময়েই ওদের সম্পর্কটাকে প্রকাশ করতে চায়নি। না ঢাকায়, না এখানে। ওর এই সিদ্ধান্তহীনতা না কি অঙ্গীকারে জোরের অভাব, এটাই আজো বুঝতে পারলোনা দেবাশীষ।

কোনটা ডালিয়ার আসল রূপ কোনোদিনই বুঝতে পারেনি দেবাশীষ। অ্যাতোদিন ডালিয়া যে ওকে নিয়ে মেতে ছিল সেটা সত্য নাকি ওয়ার্ডরোবের ভেতর স্বামীর ছবি সযতনে এবং গোপনে

সাজিয়ে রাখা রমণীই সত্য। সিদ্ধান্ত নেয় দেবাশীষ, নাঃ আজই এর ফয়সলা হয়ে যাওয়া দরকার।

এবার ও অপাঙ্গে তাকায় ডালিয়ার দিকে। এরই মধ্যে পাবটা অন্ধকারে ডুবতে শুরু করেছে। কেবল কিছু রঙ্গীন আলো ওদের চেহারার ওপর পড়ে কেমন যেন এক আলো আঁধারীর রহস্য তৈরী করছে, অনেকটা ওদের সম্পর্কের মতোই। দেবাশীষ কিছু বলতে যাবে এমন সময় ডালিয়াই কথা বলে উঠলো, 'আমি জানি দেব, এখন তোমার মনটা নড়ে আছে। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে তার। কিন্তু, এখন তুমি কিছুই বোলোনা। এমনিতেই তুমি মিথ্যে বলোনা। আর এখন তুমি যেকোন চরম সত্যি বলে ফেলতে পারো। এই তোমাকে আমি ভালো করেই চিনি আমি।' একটু দম নেয়ার জন্যেই যেন থামলো ডালিয়া।

এই ফাঁকে কথা কয়ে উঠলো দেবাশীষ, 'না, আজকেই এবং এখনই কথা বলতে হবে আমাকে।' ডালিয়াকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে দেখে দেবাশীষ আবারো বললো, 'একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে তুমি?' ডালিয়ার উত্তরের তোয়াক্কা না করে সরাসরি ওর দিকে চেয়ে দেবাশীষ প্রশ্ন করলো, 'ওয়র্ডরোবের মধ্যে চৌধুরীর ছবি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছো না কি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছো?'

চমকে ওঠে ডালিয়া। দেবাশীষের কণ্ঠে অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা। ঢাকায় থাকতে এরকম বারকয়েকই দেখেছে ও। কোন সত্য প্রকাশের সময় এরকমই নিষ্ঠুর একরোখা জেদ ফুটে ওঠে ওর স্বরে। তখন পৃথিবী একদিকে আর ওর জেদ একদিকে। একটু আমতা আমতা করে ডালিয়া অনেকটা উত্তর দেয়ার ভঙ্গীতে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে. 'আমার ওয়র্ডরোবে তুমি হাত দেবে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা দেব। আমার প্রাইভেসিতে হাত দেবে এমন রুচি তোমার কবে হলো?'

এবার চাপা হাসিতে উপচে পড়ে দেব, সেই সাথে ওর চেহারায় খনিকটা ব্যঙ্গও ফুটে ওঠে যেন। 'অফ ওল পারসন, আমার সাথে প্রাইভেসির কথা বলছো তুমি? অফকোর্স, ওই ওয়র্ডরোবটাইতো শুধু তোমার প্রাইভেট আমার কাছে। কিন্তু, কেন? কেন, আমার সাথে তোমার এই খেলা, বলতে পারো?'

'কোন খেলাই তোমার সাথে খেলিনি দেব,' অনেকটা ম্রিয়মান স্বরে বলে ডালিয়া, 'তুমি যেমন আমার জীবনে একটা সত্য, চৌধুরীও তেমনি আমার জীবনের একটা সত্য।'

'এই দুই সত্যের মধ্যে একটাকেই তোমার বেছে নিতে হবে, এটাই নিয়ম।' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে দেবাশীষ, 'বলো, এর মধ্যে কোনটাকে তুমি চাও।' বিয়ারের গ্লাসটা যেন সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ও। আজ সবকিছুর একটা হেস্ট নেস্ত না করে যেন ছাড়বেনা দেবাশীষ। ডালিয়ার দুই সত্য নিয়ে বসবাস ওকে খেপিয়ে তুলেছে যেন।

এবার একটু একরোখা ভাব ডালিয়ার মধ্যেও। সেও একটু চাপা উত্তেজনার সাথে বলে উঠলো, 'আমি যদি তোমাকেও জিজ্ঞেস করি, আমার আর অর্পিতার মধ্যে কাকে চাও তুমি, তাহলে কি বলবে?'

'অর্পিতার কথা এর মধ্যে আসছে কেন?' উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে যেন দেবাশীষ।

'কেন আসবেনা?' আরো চাপা স্বর ডালিয়ার, 'আমার তোমার মধ্যে চৌধুরী যেমন কাম্য নয়, তোমার আমার মধ্যে অর্পিতাও তেমনি কাম্য নয়। ওকে মাঝখানে রেখে আমি কোনদিনই সুখী হতে পারবোনা দেব, এটা খুব ভালো করেই জানি আমি।'

‘ওহ গড, আবার সেই কথা!’ বিস্ময়াহত হয়ে বলে ওঠে দেবাশীষ, ‘আগেও বহুবার এই কথা হয়েছে আমাদের। আমি সবসময়ই বলেছি, লিগ্যালি অর্পিতাকে ছাড়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ ও অর্কর মা। তবে এটাও আমি তোমাকে নিশ্চিত করেছি, ও ফিজিকালি আমাদের মধ্যে কখনোই আসবেনা। শুধু আমি অর্ককে অসহায় করতে চাইনি কখনোই। তাছাড়া, আমার তোমার সম্পর্ক ঢাকায় এই একটি কারণেই ভেঙে গিয়েছিল। তারপর তুমি আবার আমাকে ডাকলে কেন? তুমিতো জানো, আমি যখন তখন সিদ্ধান্ত বদলাইনা.....’

ডালিয়া এবার অনেকটা জেদের বশে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গীতেই বলে ওঠে, ‘তুমি যেমন অর্পিতাকে ছাড়তে পারোনা, আমিও তেমনি চৌধরীকে ছাড়তে পারিনা।’

থম মেরে যায় দেবাশীষ, ‘এটাই তোমার শেষ কথা?’

‘ইয়েস।’

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)